R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আশ্বিন ১৪২০
২রা অক্টোবর, ২০১৩
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

আধার কার্ড ঘিরে মানুষের হয়রানি বচসা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর গালে কাউন্সিলারের চড়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আধার কার্ডের জন্য মানুষ বিভিন্ন এলাকায় হয়রান হচ্ছেন। কোথাও বাকবিতন্ডা হাতাহাতিতে চলে যাওয়ায় কাজ পন্ড হয়ে যাচ্ছে বলে খবর। আবার অনেক ক্ষেত্রে আধার কার্ড হাতে পেলেও প্রকৃত নাম, উপাধি, ছবি বা অভিভাবকের নামে বিস্তর ত্রুটি ধরা পড়ছে। কার্ড প্রাপকরা ডাক মাধ্যমে ঠিকভাবে কার্ড সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছেন। অভিযোগ––ডাক পিওনরা নিজেদের শ্রম বাঁচাতে প্রত্যেক এলাকার নেতা, মাতব্বর, প্রধান বা কাউন্সিলারদের গাদা গাদা কার্ড গছিয়ে দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করছেন। নেতা বা অভিনেতারা নিজেদের পছন্দমত প্রাপকদের মধ্যে কার্ড বিলি করে বাকী সব বস্তা চাপা দিয়ে দিচ্ছেন বলে অনেক এলাকায় অভিযোগ উঠেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর 'কিছুক্ষণ' লজে ঐ এলাকার লোকেদের ছবি তোলার দিন ঘোষণা করা হয়েছিল। আধার কার্ডের প্রয়োজনে বাইরে কাজ করা বহু শ্রমজীবী মানুষ সে দিন লাইনে অপেক্ষা করছিলেন। ভিড় সামলাতে একাধিক মেসিন চালু রাখার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার দিন দীর্ঘ লাইনকে উপেক্ষা করে বেলা ১১টার সময় একজন মাত্র কর্মী একটি ত্রুটিযুক্ত মেসিনসহ হাজির হন 'কিছুক্ষণ' লজে। (শেষ পাতায়)

মানি মার্কেটিং সংস্থাগুলোর গায়ে কেন পুলিশ হাত দিচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহর বা মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন নামের মানি মার্কেটিং সংস্থাগুলো সবই প্রায় বন্ধ। বেকার ছেলেদের কমিশনের লোভ দেখিয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা লুটে নিলো ঐ সব সংস্থা। বেমাপা রোজগারের দাপটে শহর জুড়ে বাড়ী–জায়গা–গাড়ী–মোটরসাইকেল, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সব কিছুর ব্যবসায়ে তুফান তোলে। আজ সব কিছুতেই ভাটা পড়েছে। দুর্গা পুজো ও ঈদের মুখে কেনাবেচায় কোন গতি নেই। পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলোও হতাশায় ভুগছে। মন্ডপে মন্ডপে রাস্তা জুড়ে নানা মার্কেটিং সংস্থার গেট চালু রেখে আর ব্যানার টাঙিয়ে কয়েক বছর ধরে ভলোই পয়সা আসছিল। জনৈক আইনজীবীর মতে Prize Cheats and Money Circulation Schemes(Banning) Act 1978 সালের আইন অনুযায়ী থানার ও.সি বা আই.সি নন ব্যাঙ্কিং সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন u/s 3/7(1)/9/10 ধারা অনুযায়ী।

গোলেমালে অবসর নেওয়ারই কি পন্থা এটা ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র ভর্তির দাবীতে ছাত্র পরিষদের চাপে প্রিন্সিপ্যাল আবু এল শুকরানা মন্ডল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধের নোটিশ দেন গভঃ বডির সঙ্গে কোন আলোচনা না করে। শেষে মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে ভর্তি বন্ধ রেখে কলেজ চালু রাখা হয়। উল্লেখ্য, গাড়ী দুর্ঘটনায় হাত ভেঙে প্রিন্সিপ্যাল বর্তমানে বাড়ীতে। তাঁর এই হঠকারিতা নিয়ে কলেজ চত্বরে নানা গুঞ্জন উঠেছে। সামনে ডিসেম্বরে ডঃ শুকরানা অবসর নিচ্ছেন। সামনে দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রায় একমাস কলেজ ছুটি। ছাত্র অসন্তোষ ইত্যাদি ডামাডোলে আরও কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারলেই শুকরানা সাহেব অব্যাহতি পান।

পুলিশের পরিচালনায় সংবেদনশীল অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি সৈয়দ রেজাউল কবীরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে এক সংবেদনশীল অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেখানে (শেষ পাতায়)

লোভনীয় জায়গাসহ বাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ শহরে ব্যস্ত এলাকায় তিন রাস্তার মুখে এক শতক জায়গার উপর দোতলা বাড়ী বিক্রী।
জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়
০৩৪৮৩/২৬৬২২৮, ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালায় থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৪২০

অভাব ঘুচিল কই !

স্বাধীনতার পর সাতষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাল হইতে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হইল, তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি এমন কিছু এখনও লক্ষ্য করা গেল না। দেশের দারিদ্র দূরীভূত না হইয়া বরং আরও ঘনীভূত হইতেছে। তবে এইটুকু বেশ বোঝা যাইতেছে যে ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, দরিদ্র ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আরও প্রকট হইয়াছে। আমাদের সরকার এখনও আমাদের অভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই। এখন আমাদের সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন। আজও আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত। চাউলের দাম বা প্রধান খাদ্যশস্যের দাম দিন দিন উর্ধ্বমুখী। জলাভাব তীব্র। এখনও ভারতের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। চিকিৎসার অভাব এখনও আমাদের দেশে প্রবল। যদ্যপি দিকে দিকে ঢক্কানিনাদে নূতন নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারকুল হাসপাতালের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু হাসপাতালেই প্রয়োজন মতো ঔষধ, পথ্য , স্যালাইন প্রভৃতি সরবরাহ হইতেছে না। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর আধিক্য বৃদ্ধির ফলে সরকারী অর্থ রোগীর সেবায় নিয়োজিত না হইয়া কর্মী ও ডাক্তারদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অভাব আর অভাব। দাদাঠাকুরের মতো বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, শুধু ইচ্ছাই বা বলি কেন বলিতে বাধ্য হইতেছি মা, আমাদের অভাবের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু।'

আলোর কথা উঠিতেই মানসে ভাসিয়া উঠিল একবিংশ শতকের আগমন সত্বেও আমাদের দেশের অন্ধকার ঘুচিল না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাবলম্বী হইল না। লোড শেডিং এর প্রবল দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। দাদাঠাকুর পরাধীনতার গ্লানিযুক্ত যুগ বলিয়াছিলেন- আমাদের ক্রমাগত কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। দাদাঠাকুর জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য অন্ন নয়, প্রতারণার প্রবঞ্চনার কদর্যান্ন নয়, ভিক্ষালব্ধ অন্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন, স্বাবলম্বনের অমৃতভোগ, - 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার' মোটা ভাত, মোটা কাপড়। আমরা প্রাণ চাই। যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। বল ও স্বাস্থ্য চাই। নির্যাতন নিপীড়নের সামর্থ্য নয়– কর্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর অর্দ্ধ শতাব্দী বহুদিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও আমাদের প্রার্থিত কোন কিছুই পাইলাম না। মরণপণ সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জিত হইল সে স্বাধীনতা আমাদের সমাজজীবন হইতে আজও অভাবের রাহু মুক্তি ঘটাইতে পারিল না। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমার দুর্গোৎসব

শীলভদ্র সান্যাল

সকালে উঠেই জুতোর বাড়ি খেলাম। একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতা জুড়ে কোনও এক কোম্পানির নানাবিধ জুতোর বাহারি বিজ্ঞাপন। সে সব জুতোর কী শ্রী ! কী বৈচিত্র্য ! কী অপূর্ব উদ্ভাবনী কৌশল। চোখ না ফিরিয়ে উপায় নেই। মা আসছেন, অথচ জুতো নেই – তাও আবার হয় নাকি। মুখ ঢেকে যায় জুতোর বিজ্ঞাপনে। না না অস্ত্র শস্ত্র, নানা রত্ন ভুষণে সুসজ্জিতা হলেও, তাঁর রাতুল শ্রী চরণ যুগল কিন্তু পাদুকাহীন। খালি পায়েই তিনি অসুর নিপাতে প্রমত্তা। খালি পা না হলে তাঁর- চরণের সিঙ্গুর-রেণু পাব কী করে। অথবা তাঁর লীগ্যাল হাসবান্ড এ-সব পছন্দ করে না হয়তো।

পঞ্জিকায় লিখেছে এবার দেবীর গজে আগমন। ফলঃ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। গেল দুসন ধান পাইনি। অজন্মা। এবারেও কতটা কী পাব অনিশ্চিত। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ। ফলে ঋতুচক্রে পরিবর্তন। বর্ষা ক্রমশ সরে গিয়ে ভাদ্র–আশ্বিনের কোলে ঢলে পড়েছে। শীত ছোট হয়ে আসছে। তার কু-প্রভাব তো ফলনের ওপর পড়বেই। দেবী গজে এসে কোথা থেকে যে শস্য ফলাবেন, তা দেবীই জানেন।

যাই হোক সকাল বেলা সবে আমার লেখার টেবিলে এসে বসেছি, এমন সময় গৃহিণী এক ক্যাশমেমো ফেলে দিয়ে বললে, বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ উননব্বই টাকা বিলটা ওবেলা দোকানে গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে এসো।

আমার কেমন যেন ঘোরের মতো লাগল। বললাম, এ-সব কী? তুমি কোন জগতে থাকো বলতো ? গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে শুধল পুজোর মার্কেটিং। তুমিতো আর কখনও দোকানে যাও না। তাই দেখে শুনে কেনা কাটা রাজ্যের সব ঝক্‌কি এই পরের বাড়ির মেয়েকে সামলাতে হয়। তাও তোমার ভাইয়ের ফ্যামিলির জন্য এখনও কিছু কেনা হয়নি। কাজের মেয়ের জামাকাপড় কেনাও বাকি।

- বিয়াল্লিশ হাজার ! আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলি।

- সাতশো উননব্বই টাকা। গৃহিণী পাদপূরণ করে দেয়। আমি করুণ কণ্ঠে বলি, তার চেয়ে একগাছি দড়ি এনে দাও। সিলিং ফ্যানে লাগিয়ে ঝুলে পড়ি।

- থাক আর ঢং করতে হবে না, গৃহিণী ফোঁস ক'রে ওঠে গত বছরের রিল ছিল চৌত্রিশ হাজার টাকা। সব ক্যাস মেমো রাখা আছে। দেখে নিতে পারো। দিনে দিনে জিনিসের দাম বাড়ছে, না কমছে ? তাও হাজার পাঁচেক টাকা ধার ছিল। একটু একটু করে শোধ করেছি।

আমার আদরের মঞ্জুমা পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এই দেখ বাবা এবার এই জীন্‌স্ আর এই টপটা কিনেছি। কী, মানাবে না?

– তোরা শাড়ি ছেড়ে জীন্‌স্ পড়বি কিরে ? আমি আকাশ থেকে পড়ি।

– বাবা, মেয়ে বলে, 'তুমি না একেবারে ব্যাক

(পরের পাতায়)

পোলিওমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকারে মাতৃস্তন্য পান জরুরী

সুজিত ধর

১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ আরও একদিন ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের পোলিওর দিন পার করলাম। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অন্য দেশের মতো পোলিও মুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন ভারত সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ। তবে প্রকৃত সুস্থ শিশু গড়ার পরিকল্পনা মাতৃস্তন্য পান যে খুব প্রয়োজন সেটা বোঝা জরুরী।

'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'

এই কথাটা ধ্রুব সত্য জেনেও বলছি, কতদিন তারা এই পবিত্রতম ছবিটি মানব সমাজের কাছে উপহার দেবে জানা যাচ্ছে না। শিশুকে কৃত্রিম দুধ খাওয়ানো নতুন ঘটনা নয়। অনেকদিন ধরে চলে আসছে। প্রধানত উচ্চবিত্ত সমাজে এমনও অনেক মা আছেন যারা শিশুকে স্তন দেন না। কৃত্রিম দুধ খাওয়ানো হলেও স্বচ্ছল ঘরের অনেক ছেলে মেয়ে নানা রোগে ভোগে। বর্তমান রাজ্য সরকারের মাতৃ দুগ্ধ প্রিজার্ভ করার পরিকল্পনা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে সঠিক জায়গায় যাতে শিশুরা এই দুগ্ধ পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখতে হবে শিশু জন্মানোর পর মাতৃহারা কিংবা অনেক মায়ের প্রোলাকটিন হর্মন নির্গত না হওয়ায় মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত শিশুরা বা অনাথ আশ্রমে দেওয়া শিশুরা এই দুগ্ধ পেয়ে বড় হোক। সার্বিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে সকল শিশু প্রথম থেকে মাতৃদুগ্ধ পান করে, সে কৃত্রিম দুগ্ধ পান করা শিশুর থেকে অনেক সুস্থ থাকে। এমনও দেখা যায়, বয়স্ক গুরুজনেরা প্রসূতির পাশে এসে নবজাতকটিকে স্তন ধরাতে বলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার অনেক ডাক্তার ও সেবিকা স্তন দান নিয়ে কোন আলোচনা করেন না। ভাবটা এমন ওটাতো স্বাভাবিক ব্যাপার। বুকের দুধ খাওয়াতে না পারলে বোতল ধরিয়ে দিন। মাতৃস্তন্য খাওয়ানোর সমস্যায় মা কাতর নয়নে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার প্রতিকার না বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিক প্রসবের পর বাচ্চাকে মায়ের বুকের মধ্যে গুঁজে দেওয়া, মায়ের শরীরের উষ্ণ পরশ ও মাতৃস্তন প্রকৃতির নিয়মে প্রতিটি মুহূর্ত মায়ের সাথে বোঝাপড়া করে চলতে পারে। আমরা কেন তাকে দয়াহীন নার্সিংহোমে ফেলে রেখে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কৌটোর দুধ গলধঃকরণ করাতে বাধ্য করাবো? গ্রামের দিকের অবস্থা অতটা ভয়াবহ না হলেও সেখানে কতদিন শিশুরা নিরাপদ থাকবে ? সভ্যতার অগ্রগতি আমাদের বোঝাচ্ছে বুকের দুধ বেশিরভাগ গরীব পরিবারের জন্য। তবে সত্যিকারের অসুবিধা দেখা যায় কর্মরতা মহিলাদের ক্ষেত্রে। সবশেষে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই এই কথাটা মায়েরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততই শিশু ও জাতির পক্ষে মঙ্গল। তাছাড়া সুস্থ সমাজ গড়া বড়ই কঠিন।

কড়াপাকে গোলাব ছড়ি

খুশী খাতুন

অনেক বাধা পেরিয়ে, ২০১৩ সনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল এ রাজ্যে। এতে প্রমাণ হল ভোটদাতারা খবরের কাগজের রটনায় কান দেন নি, টি.ভি.–র বকবকানি আমল দেন নি, বিরোধী দলের নেতিবচন উপেক্ষা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের কূট চাল বানচাল করে দিয়েছেন।

বিরোধী দল বলতে এ রাজ্যের কংগ্রেসীদের কেবল সোনিয়া বন্দনা– ওতে কিছু হল না। নেতা বাবুদের টেবিল পলিটিক্স ছাড়া সংগঠন কোথায় ? কামদুনি কান্ডে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে কি কাজ হল? বরং রাষ্ট্রপতির অপারগতা মতার কাজে লাগল।

১৯৬৪ তে সি পি আই এম স্বতন্ত্র হয়ে যাবার পর ১৯৭৭–এ এরাজ্যে ক্ষমতায় এসে, গদিতে বসে সম্যবাদী নীতি শিকেয় তুলে ধান্দাবাজি চালাতে লাগল দীর্ঘকাল। যার পরিণতি তাদের এই পতন। ধান্দাবাজদের সেই চেনা মুখগুলোকে মানুষ আর বিশ্বাস করছেন না। সন্ত্রাসের জিগির তোলা অক্ষমের সান্তনা মাত্র।

এ রাজ্যে বিজেপি, সারা ভারতের মতই, না হিন্দুদের ভরসা দিতে পারছে, না মুসলমানদের আস্থা অর্জন করতে পারছে। টেরি কাটা রাজ্য সভাপতি দূরদর্শনে দর্শন দেন মানুষের পাশে থাকেন না।

মানুষ চান কাজ। সরকার কাজ করবে। প্রশাসন যন্ত্রকে সঠিকভাবে জনস্বার্থে কাজ করাতে হবে। সেটা খুব সহজ নয়। দীর্ঘদিনের বদভ্যাস দু দিনেই কেটে যায় না। পদে পদে খুঁত ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করা বিরোধীদের একমাত্র কাজ হলে বিরোধীতাই মুছে যাবে। এখন তো বামপন্থিদের শরিকী ঘরের কোন্দল এক এক করে বেরিয়ে আসছে।

অন্যদিকে জীর্ণ মহাকরণ সংস্কারের কাজে অস্থায়ী ভাবে সরে যাওয়া জরুরি তো বটেই। আর এই কাজকেও বিরোধীরা বিরোধিতা করে নিজেদের মুখ পোড়াচ্ছে।

আমাদের গণতন্ত্র এখনও সাধারণ ভোটারদের গণতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। এখন চলছে মন্ত্রী-নেতা-এমপি-এম–এল এদের গণতন্ত্র। এই প্রেক্ষিতে সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণে সেটা বুঝছেন।

আমার দুর্গোৎসব...(২য় পাতার পর)

ডেটেড। এখন কত মেয়েই তো জীন্‌স্ পড়ছে। এটা এখন লেটেস্ট ফ্যাশন। এই দেখ আমি কেমন বব্ কাট চুল ছেঁটেছি।'

– সে কিরে মা ! অমন সুন্দর কোমর ছাপানো চুল কেটে ফেললি।

– বাবা তুমি না-

–তুই থাম মঞ্জু, মেয়ের কথার মাঝখানে বাধা দেয় মা, শোন টেলরের দোকানে তোমার প্যান্ট-সার্ট সেলাই করতে দিয়ে এসেছি। দু'হাজার টাকা সেলাই। আগামী সপ্তাহে ডেলিভারি দেবে। এখন মুদির মাল তোলা বাকি। এই ব'লে গৃহিণী দুম-দুম করে পা ফেলে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। টেবিলে ব'সে পুজো- সংখ্যার আর্টকল্ লিখছিলাম। সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। কানের দু' পাশে হাজারটা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। মনে পড়ল, রামপ্রসাদের সেই গানটা। 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।' আমার সব ফুরিয়ে যাবার জোগার। সারাজীবন ধরে তিলে তিলে সঞ্চয় করা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সে প্রতি পদ্মার ভাঙনের মত ধ্বস নামছে। শেষ পর্যন্ত ভিটে মাটি না হারাতে হয়। বড় সাধ ছিল, ঘরণী করে যাকে আনব সে যেন আমার মনের মত হয়। কিন্তু অল্প দিনেই সে ভুল ভাঙল। দেখলাম, এ যে একেবারে রণচন্ডী ! দৈত্যদর্পানিসূজনী দেবী উগ্রচন্ডা। পুরাণে বধ্য ছিল পরাক্রান্ত অসুর। এখানে স্বয়ং এই অধম। ছা-পোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহস্থ।

–ওগো শুনছো ? রান্নাঘর থেকে গৃহিণীর ঝঙ্কারে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল, সদর দরজাটা খুলে দেখতো, কে এল ? কলিং বেলটা বাজছে। দরজা খুলতেই দেখি, জনা দশ-বারোর এক দঙ্গল ছেলে। সামনে দলপতি। মুখে বিগলিত হাসি। বললে, মাস্টারমশাই! এই বিলটা দিয়ে গেলাম। পরে এসে চাঁদাটা নিয়ে যাব। বিলটা হাতে নিয়ে দেখি, হাজার এক টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। করুণ কণ্ঠে বললাম, রিটায়ার্ড পার্সন। ধনে-প্রাণে মারা যাব বাবা। হাজারের একটা শূন্য কাটতে হবে।

– 'জানেন তো মাস্টারমশাই', দলপতি বললে,এবার ক্লাবের পুজোর বাজেট তের লক্ষ টাকা। চন্দননগরের আলো আর কৃষ্ণনগরের প্রতিমা। পাড়া মাত ক'রে দেব। আপনি রিটায়ার করেছেন বলেই কম করে ধরা হয়েছে।

সদলবলে চলে গেল ওরা। ঘরে ফিরে চেয়ারে এসে ধপ ক'রে ব'সে পড়লাম। গৃহিণী হেঁসেল ঘর থেকে ফিরে এসে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললে, 'কিগো, কারা এসেছিল ?' নীরবে চাঁদার বিলটা এগিয়ে দিলাম। গৃহিণী একঝলক দেখে নিয়ে বললে,– 'তা-কী আর করা যাবে বলো ? পাড়ায় তো বাস করতে হবে। তাছাড়া আপদে বিপদে ওরা আনেক কাজেও আসে।'

শাস্ত্রে বলেছে, 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ'। আমার তো ষাট হয়ে গেল। এবার আমার সন্ন্যাস নেওয়া উচিত। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই।

সেদিন তারিণীচরণ বললে, 'সন্ন্যাস নেওয়া অতই সহজ ভায়া। এই সংসার ভেদ করে তবে না তোমার মুক্তি। তাই যে ক'দিন বাঁচো, আনন্দের সঙ্গে বাঁচো। মাগো ! আনন্দময়ী ! নিরানন্দ কোর না। আর আনন্দ ! মা আনন্দময়ীর ঠেলায় জেরবার হয়ে গেলাম। ভেতরে পকেটমার। বাইরে লুঠমার। প্রভিডেন্ড ফান্ডের যে-কটা টাকা আছে, তারও দিন ঘনিয়ে এল। মেয়ে ডাগর হচ্ছে।

মা মহামায়া ! তোমার লীলা বোঝা ভার। মন্ডপে মন্ডপে তুমি মৃন্ময়ীরূপা। গৃহে-গৃহে সেই তুমিই আবার শতরূপে চিন্ময়ীস্বরূপা। কখনও জায়ারূপে। কখন কখনও কন্যারূপে। কখনও ভগিনী রূপে। শত হস্তে তারা শুধু দেহি-দেহি রব তুলেছে। তাদের এই হাজার রকম দেহি'র ঠেলায় আমার আত্মারাম বিদেহী হওয়ার জোগার।

মাগো ! তুমি নাকি দুর্গতিনাশিনী। কিন্তু আমার গৃহে তোমার দুর্গতিদায়িনী রূপ ভিন্ন আর তো কিছু দেখিনা। পুরাণে দশহাতে শত্রুদমন করেছিলে। আর আমার গৃহে তুমি গৃহিণীরূপ ধারণ করে শত হস্তে গৃহস্থনিপাতে নিয়োজিতা। তাঁর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠের খর ভাষণে ও সম্ভাষণে আমি মৃতকল্প।

– শুনছো ! আবার সেই কণ্ঠ, 'সবসময় এমন ভাবরাজ্যে থাকলেও তো চলে না বাপু।' লিখতে লিখতেই বললাম, 'কান খোলা আছে, বল শুনতে পাচ্ছি।'

– 'হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতেই তো জীবন গেল। পুজোর চারদিন হেঁসেল ঘরে আটকে থাকতে পারব না – এই তোমাকে বলে দিলাম। আমাদেরও সাধ আহ্লাদ আছে।'

– 'তাহলে আমি হেঁসেলে ঢুকি। তোমরা সবাই মিলে সারাদিন ঠাকুর দেখে বেরিয়ো।' আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দি।

- ঠাট্টা রাখো। তোমার ভাইরা তো আসছে। ভাইয়ের বউকে এবার বোল, রান্নাঘরে ঢুকতে।

আমি হার্ট পেসেন্ট। প্রতিদিন ট্যাবলেট খেতে হয়। বাগবিতন্ডা এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া আমি না পুরুষমানুষ। অতএব গৃহিণীর কথায় কান না দিয়ে ফের অসমাপ্ত লেখাটায় মন দিলাম।

✹ আসল গ্রহরত্ন ✹ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলী ✹ মনের মতো স্বর্ণালঙ্কার

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ ✦ হরিদাসনগর ✦ কোর্টমোড় ✦ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৮০০৮৮৯০৮৮

"স্বর্ণকমল স্বর্ণসঞ্চয় প্রকল্প"–এর মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার সঞ্চয় করে নিন। বিশদ জানতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

E-Mail : nilratan.msd@gmail.com.
: nilratan.nath@yahoo.in.
Fax : 03483-267814

জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডি.ওয়াই.এফ. আই–এর রঘুনাথগঞ্জ শাখা জেলা জুড়ে আন্দোলনের ধারা মতো ২৩ সেপ্টেম্বর উমরপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। দাবীর মধ্যে ছিল– রাস্তার দুরবস্থার প্রতিবিধান, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রদ, আইন শৃংখলার উন্নতি ইত্যাদি। প্রায় এক ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকে বলে খবর।

আধার কার্ড ..... . (১ম পাতার পর)

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা বিশেষ করে মহিলারা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীটি তাদের উপেক্ষা করে মেসিন মেরামতে বসে যান। কারো কোন কথার উত্তর দেন না। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জহিরুল রহমান এই অব্যবস্থার কথা জানতে চাইলে তার সাথে কর্মীটির বচসা শুরু হয়। রুক্ষ ব্যবহারে ক্ষিপ্ত কাউন্সিলার কর্মীটিকে চড় থাপ্পড় মারেন। এরফলে ছবি তোলার প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যায়। এলাকার মানুষ দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ঘুরে আসেন। আধার কার্ডের সঙ্গে নিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ – জঙ্গিপুর পুর এলাকার ২০টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লকের আওতাভুক্ত। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা জঙ্গিপুর পারের পুর অধিবাসীদের আধার কার্ডে রঘুনাথগঞ্জ–২ উল্লেখ করছেন। এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে ওপরের নির্দেশ বলে জানান। এই আধার কার্ডের ভিত্তিতে মাইনোরিটি লোন বা স্কলারশিপের জন্য অন লাইনে ফরম ফিলাপ করতে গেলে আবেদনকারীর ঠিকানায় রঘুনাথগঞ্জ–১ উল্লেখ থাকছে, অথচ আধার কার্ডে রঘুনাথগঞ্জ–২। এর ফলে আবেদনে স্বাভাবিকভাবে বাধা আসছে। এই প্রসঙ্গে অনেক ভোটারের অভিযোগ –– সম্প্রতি যে ভোটার লিষ্ট প্রকাশ হয়েছে সেখানেও বিস্তর গলদ। একই পরিবারের ভোটারদের দুটো পার্টে নাম, স্ত্রীর নামের পাশে স্বামীর পরিবর্তে দেওরের নাম। বাবার জায়গায় ছেলের। এ প্রসঙ্গে বিডিও অফিস কর্মীদের বক্তব্য, পর্যায়ক্রমে কাজের চাপে ও স্বল্প সময়ের কারণেই এই ত্রুটি।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জলে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু না আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর সাহেববাজারের বাসিন্দা প্রয়াত কটু সেনগুপ্তের স্ত্রী মীরারাণী সেনগুপ্ত (৮৫) ২০ সেপ্টেম্বর শ্মশানঘাট এলাকায় পূর্ণিমা উপলক্ষে ফুল তুলতে যান। নদীর ধারে ফুল তুলতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে জলে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেননি। এলকার মানুষ নদীতে অনুসন্ধান চালিয়েও নাকি বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করতে পারেননি। অনেকে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেও প্রচার করছে।

পুলিশের ..... . (১ম পাতার পর)

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসার ২০১৩–র কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা ছাড়া দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এবং এলাকার বন্যা পীড়িতদের কাপড়চোপড় দিয়ে সাহায্য করা হয়। বর্তমান আই.সি–র প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী পুলিশ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কিছুটা পাল্টাবে।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

।। বিশেষ উপহার ।।

* MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
* সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
* ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
* NSC,KVP,LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
* গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
* অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
* অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩ % মধ্যে।
* ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
* লকার পাওয়া যাচ্ছে।
* ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শক্রঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

আমিন

তরুণ সরকার

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159

সকল প্রকার ভূমির জরিপ এবং সাউড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।

ফোনে যোগাযোগ করুন – 9775439922

গ্রাম - ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমি'য় ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।